20-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের কর্তব্য হলো সবার কল্যাণ করা, সবাইকে বাবার স্মরণ করিয়ে তাদের জ্ঞান প্রদান করা"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের মহারথী বলে সম্বোধন করেন, তাদের লক্ষণ কি?

*উত্তরঃ - যারা সঠিক রীতিতে নিজেরাও পড়াশোনা করে আর অন্যদেরও করায় তাদের উপরে বৃহস্পতির দশা থাকে, যারা সবসময় নিজের এবং অন্যদের উন্নতির খেয়াল রাখে, যারা এই যজ্ঞের সেবায় অস্থি দেয় (সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ) বাবার কাজে সহযোগী হয়ে ওঠে -- সে-ই হলো মহারথী । এমন মহারথী বাচ্চাদের সম্পর্কে বাবা বলেন - এরা হলো আমার সুসন্তান।

ওম্ শান্তি । আজকাল বাচ্চারা শিব জয়ন্তীর প্রস্তুতি করছে, কার্ড ইত্যাদি ছাপাচ্ছে । বাবা তো অনেকবার বুঝিয়েছেন সম্পূর্ণ কথাই গীতার উপর ভিত্তি করে । মানুষের দ্বারা রচিত গীতা পড়তে পড়তে অর্দ্ধকল্প ধরে অধঃপতিতই হয়েছে । এ'কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো -- অর্ধকল্প দিন, অর্ধকল্প রাত । বাবা এখন বিষয়বস্তু বলে দিচ্ছেন তার উপরেই মন্থন করতে হবে । তোমরা লিখতে পারো - ভাই এবং বোনেরা এসে বোঝো -- এক গীতাই হলো জ্ঞানের শাস্ত্র বাকি সব হলো ভক্তির সামগ্রী । জ্ঞানের শাস্ত্র একটাই যা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অসীম জগতের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিব এসে শোনান অথবা লিখতে হবে, তিনি ব্রহ্মার দ্বারা শোনাচ্ছেন । যার ফলে ২১ জন্মের জন্য সদ্গতি প্রাপ্তি হবে । জ্ঞানের গীতার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়, তারপর ৬৩ জন্ম ধরে ভক্তির গীতা চলে, যা মানুষকে শোনানো হয়েছে । বাবা তো রাজযোগ শিখিয়ে সদ্গতি করিয়ে দেন । তারপর আর শোনার প্রয়োজন পড়ে না । এই গীতা জ্ঞানের দ্বারা দিন শুরু হয়ে থাকে । জ্ঞানের সাগর বাবা-ই গীতা শোনান, যার জন্য ২১ জন্ম সদ্গতি প্রাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ হানড্রেট পার্সেন্ট পবিত্রতা, সুখ শান্তির অটল অখণ্ড সত্যযুগের দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্তি হয় । ২১ জন্মের জন্য উত্তরণ ঘটে । মানুষের দ্বারা রচিত গীতা অবতরণ কলা হয়ে থাকে । ভক্তির গীতা আর জ্ঞানের গীতার ভালো ভাবে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । এটাই হলো মূল বিষয় যা মানুষ জানে না । তোমরা লেখো ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই হলো শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা জয়ন্তী, যা সবাইকে সদ্গতি প্রদান করে । তোমরা এও বলতে পারো শিব জয়ন্তী-ই বিশ্বে শান্তি নিয়ে আসে । প্রধান শব্দটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ যার উপরে সব নির্ধারণ করছে । তোমরা সবাইকে বলতে পারো মানুষ, মানুষকে সদ্গতি দিতে পারে না । ভগবান সদ্গতি করতে আসেন - পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে যা এখন হয়ে চলেছে । এই ২-৩ টি পয়েন্টই হলো প্রধান । শিব আর কৃষ্ণের পার্থক্য তো গীতাতে আছেই । ত্রিমূর্তি শিব ভগবানের দ্বারা সঙ্গমযুগে গীতা শুনলে সদ্গতি প্রাপ্ত হয় । এইভাবে যখন পয়েন্টস্ নিয়ে কেউ বিচার সাগর মন্থন করে, তখন তা অন্যদেরকেও প্রভাবিত করে । মানুষ কখনোই মানুষকে সদ্গতি দিতে পারে না । শুধুমাত্র একজনই ত্রিমূর্তি পরমপিতা পরমাত্মা শিব যিনি একজন শিক্ষক, সদ্গুরু তিনিই এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে সবাইকে সদ্গতি প্রদান করছেন । কার্ডে অল্পবিস্তর লেখো । উপরে লেখা উচিত কলিযুগের কড়িহীন পতিত মানুষ থেকে সত্যযুগে হীরেতুল্য পবিত্র দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় নিমন্ত্রণ । এমনটা লিখলে মানুষ খুশি হয়ে বোঝার জন্য যেতে চাইবে । সদ্গতি দাতা বাবারই শিব জয়ন্তী উদযাপন করা হয় । একেবারে ক্লিয়ার শব্দ যেন থাকে । মানুষ তো ভক্তি মার্গে কতো শাস্ত্র পড়ে, তার পিছনেই মাথা ঠুকতে থাকে । এখানে এক সেকেন্ডে অসীম জগতের বাবার দ্বারা মুক্তি জীবন্মুক্তি পাওয়া যায়। যখন বাবার হয়ে তাঁর কাছ থেকে নলেজ নেওয়া হয় তখন জীবন্মুক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে যেমন পুরুষার্থ করবে, তেমনি জীবন্মুক্তিতে অবশ্যই আসবে । জীবন্মুক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে, সে প্রথমেই আসুক বা শেষে আসুক । প্রথমে জীবন্মুক্তিতে আসে তারপর জীবনবন্ধে । এমনই প্রধান পয়েন্টস গুলো যদি ধারণ করে তাহলে অনেক সার্ভিস করতে পারবে । যদি বাবাকে জেনে থাকো তবে অন্যদেরকেও তাঁর পরিচয় দাও। কাউকে পরিচয় না দিলে বুঝতে হবে তোমার কাছে জ্ঞান নেই । বোঝানো তো হয়, কিন্তু ভাগ্যে নেই । কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের কল্যাণ করা উচিত, নয়তো বাবা বুঝবেন এ শুধু কথার কথাই বলে যে আমি শিব বাবার বাচ্চা, কল্যাণ তো করে না। বিত্তবান বা গরীব সবার কল্যাণ করা উচিত । প্রথমে কিন্তু গরীবদেরই আনবে কেননা ওদের সময় আছে । ড্রামাতে এমনটাই নির্ধারিত । একজন বিত্তশালী যদি এখন আসে তবে তার পিছনে পিছনে অনেক আসবে । যদি এখন এমন মহিমা প্রচার হয়ে থাকে তবে প্রচুর সংখ্যক আসবে।

তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় পদ মর্যাদা । তোমরা নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করো । যে নিজের কল্যাণ করতে পারেনা

সে অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না। বাবা হলেন কল্যাণকারী, সবার সদ্গতি দাতা। তোমরাও সাহায্যকারী তাই না! তোমরা জানো ওদের ভক্তি মার্গের দশা। সদ্গতি মার্গের দশা একটাই যে ভালোভাবে পড়ে আর অন্যদেরও শিক্ষা প্রদান করে তার উপর বৃহস্পতির দশা থাকে আর তাকেই মহারথী বলা হয়। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো আমি মহারথী কিনা, অমুক - অমুকের মতো দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সার্ভিস করছি কিনা। পেয়াদা কখনও কাউকে জ্ঞান শোনাতে পারে না। যদি কারও কল্যাণ না করতে পারে তবে নিজেকে কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা কেন বলে! বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন। এই যজ্ঞ সেবায় অস্থি দেওয়া উচিত। শুধু খাও দাও আর ঘুমাও - এটা কি কোনও সার্ভিস করা হলো! এমন হলে তো প্রজাকূলের দাস-দাসী হতে হবে। বাবা তো বলেছেন পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো। সুসন্তানদেরকে দেখে বাবাও খুশি হবেন। লৌকিক বাবাও যখন দেখেন এ তো খুব ভালো পদ মর্যাদা পাবে তখন তিনিও দেখে খুশি হন। পারলৌকিক বাবাও এমনটাই বলেন। অসীম জগতের বাবাও বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। এখন তোমরা অন্যদেরও বানাও। শুধু পেট পূজা করলে কি লাভ হবে। সবাইকে শুধু এটাই বলো যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। ভোজন করার সময়ও একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করাও তবে সবাই বলবে এর শিববাবার প্রতি কতো ভালবাসা। এটা তো সহজ তাইনা! এতে ক্ষতির তো কিছু নেই। অভ্যাসে পরিণত হলে ভোজনও করবে, বাবাকেও স্মরণ করবে। দৈবী গুণও অবশ্যই ধারণ করতে হবে। এখন তো সবাই ডেকে বলছে যে - হে পতিত-পাবন এসো। তাহলে নিশ্চয়ই সবাই পতিত। শঙ্করাচার্যও শিবকে স্মরণ করতেন কেননা শিব-ই হলেন পতিত-পাবন। অর্ধকল্প ভক্তি সম্পূর্ণ হলে ভগবান আসেন। এই হিসেব কারও জানা নেই। বাবা বোঝান -- যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি করলে আমাকে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে গীতাও এসে যায়। এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়লে কারও সদ্গতি হয়না। গীতা, বেদ, উপনিষদ সবই হলো ভক্তি মার্গের। বাবা তো বাচ্চাদের সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। এরই নাম রাজযোগ। এখানে ধর্মীয় পুস্তকাদির কোনও প্রশ্নই নেই। টিচার পড়াচ্ছেন পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য, সুতরাং অনুসরণ করা উচিত। সবাইকে বলো - শিববাবাকে স্মরণ করো। তিনিই হলেন সকল আত্মাদের পিতা। শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। একে অপরকে সতর্ক করে উন্নতি করতে হবে। যত স্মরণে থাকবে বা স্মরণ করবে ততই নিজের কল্যাণ হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা সারা বিশ্বকে পবিত্র করে তুলবে। স্মরণে থেকে খাবার প্রস্তুত করলে তাতেও শক্তি বৃদ্ধি হবে। সেইজন্যই তোমাদের ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মহিমা আছে। ভক্তরা ভোগ বিতরণ করতে করতেও রাম - রাম বলতে থাকে। রাম নামের দান দেয়। তোমাদের বুদ্ধিতে প্রতিটি মুহূর্ত বাবার স্মরণ থাকা উচিত। বুদ্ধিতে সারাদিন জ্ঞান চিন্তন করা উচিত। বাবার কাছে সম্পূর্ণ রচনার আদি-মধ্য -অন্তের জ্ঞান আছে তাই না! উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান যাঁকে স্মরণ করলেই উচ্চপদ প্রাপ্তি করতে পারবে তবে অন্য কাউকে কেন স্মরণ করবে? বাবা বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করার জন্য অন্যান্য সব কিছু ছাড়তে হবে। এটাই হলো অব্যভিচারী স্মরণ। যদি স্মরণ না থাকে তবে শাড়ির আঁচলে গিট বেধে রাখো। নিজের উন্নতির জন্য, উচ্চ পদ প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। শিববাবা আমাদের টিচার, যিনি আমাদেরও টিচার তৈরি করছেন। তোমরা সবাই হলে পান্ডা তাই না! পান্ডাদের কাজ হলো পথ বলে দেওয়া। এত জ্ঞান প্রথমে তোমাদের তো ছিলই না। সবাই বলে প্রথমে তো পড়া ছিল কানাকড়ি পয়সা তুল্য। তা তো অবশ্যই। ড্রামা অনুসারে তোমরা তেমনই পড়ছো যা কল্প পূর্বে পড়েছিলে, আবার কল্পের শেষে গিয়ে এমনটাই পড়বে। শেষে গিয়ে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। সাক্ষাৎকার হতে দেরি হয় না। বাবারও (ব্রহ্মা) শীঘ্রই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। অমুকে- অমুকে রাজা হবে, এমন তাদের পোশাক হবে। শুরুতে বাচ্চাদের অনেক সাক্ষাৎকার হতো আবারও শেষে গিয়ে হবে, তখন স্মরণ করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ভোজন করার সময় একে অপরকে স্মরণ করাও। স্মরণে থেকে ভোজন গ্রহণ করো। এক শিববাবার প্রতিই প্রকৃত ভালোবাসা যেন থাকে।

২) যজ্ঞ সেবায় অস্থি দিতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

সমস্ত গোপ গোপিনীদের প্রতি মাতেশ্বরীজীর স্বহস্তে লিখিত স্মরণ পত্র (১৯৬১)

সমস্ত গোপ - গোপিনীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্মরণ।

তোমরা সবাই গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো নিজেদের জীবনে সফলতা পাচ্ছো তাই না ! আদরের গোপরা তো এখন ভালোভাবে সার্ভিস করার পুরুষার্থে লেগে পড়েছে, খুব ভালো। শেষ পর্যন্ত পরম পূজ্য বাবার পরিচয় সবাইকেই পেতে হবে। এটা তো জানো, এতো উচ্চ প্রাপ্তি কোটির মধ্যেই কয়েকজনই পাবে। আর এমন ফুল তো নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে তাই না ! আচ্ছা, দ্রুত গতিতে সার্ভিসকে এগিয়ে নিয়ে চলো। অবিনাশী জ্ঞান ধনের অখুট অমূল্য সম্পদ যা বাবার দ্বারা সব বাচ্চারাই প্রাপ্ত করছে। কেউ এমন ভাবে প্রাপ্ত করবে যে জন্ম জন্মান্তরের জন্য মালিক হয়ে যাবে। এ এমনই জিনিস। বলো আদরের গোপ - গোপিনীরা ঠিক কিনা !

তোমরা সব গোপ-গোপিনীরা অতীন্দ্রিয় সুখময় জীবনের অনুভবের দ্বারা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলো। দেখো আদরের গোপ - গোপিনীরা এখন এই ব্রাহ্মণ কুলের বৃদ্ধিতেই সবার কল্যাণ সমাহিত রয়েছে। তারপর তো ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা অবশ্যই হবে। যেমন কেউ নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও ব্রাহ্মণ কুল বংশীয় হয়ে চলে অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র থাকে, আর পতি-পত্নী এক বাবারই বাচ্চা এমন পবিত্র ধারণা নিয়ে থাকে। বাকি সবাইকে পরমপিতা বাবার ডায়রেকশনেই চলতে হবে, একেই শ্রীমৎ - এ চলা বলা হয়। এমন ধারণায় চলে যারা, তাদেরকেই ব্রাহ্মণ কুল বংশী বলা হয়। যখন উনিই একাধারে বাবা, টিচার, সদ্গুরু, ধর্মরাজও তবে ওঁনার কোলের বাচ্চা হয়ে নিজের পূর্ণ পবিত্রতার অধিকার কেন নেব না! যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুখ শান্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রালব্ধ রূপে প্রাপ্ত হবে। বলো, আদরের গোপ-গোপিনীরা এমন সহজ রহস্যকে বুঝেছো না ! জীবিত থেকেও মৃত অথবা মরজীবা হয়ে থাকতে ভয় পাচ্ছ না তো ! আজ এই চিঠি প্রত্যেকে নিজ-নিজ নাম মনে করে বোঝ আর নিজের পত্র মনে করে পড় অথবা শোনো এবং মায়ের স্নেহ প্রত্যেকে নিজ নামে গ্রহণ করো। প্রত্যেক গোপ-গোপীর প্রতি নাম সহ মায়ের আন্তরিক ভালবাসা। আচ্ছা, নিজের সৌভাগ্যকে উচ্চ বানানোর পুরুষার্থে তীব্র ভাবে লেগে থাকা অর্থাৎ কল্যাণকারী হওয়া। যখন জানাই হয়ে গেছে যে স্বয়ং পরমপিতা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন সুতরাং নিতেই হবে। আচ্ছা, এখন বিদায় নিচ্ছি। ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- অবিনাশী প্রাপ্তির আধারে সদা সম্পন্নতার অনুভবকারী প্রসন্নচিত্ত ভব

সঙ্গম যুগে ডাইরেক্ট পরমাত্ম প্রাপ্তি ঘটে, বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যৎ কিছুই নয়, সেইজন্য তোমাদের গীত হলো যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি... এই সময়ের গায়ন হলো অপ্রাপ্ত নেই কোনও বস্তু ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। এসব হলো অবিনাশী প্রাপ্তি। এইসব প্রাপ্তি গুলির দ্বারা সম্পন্ন থাকো তো চলন আর চেহারাতে সদা প্রসন্নতার বিশেষত্ব দেখা দেবে। যা কিছু হয়ে যাক্, সর্ব প্রাপ্তিবান নিজের প্রসন্নতা ত্যাগ করে না।

স্লোগানঃ- পরমাত্ম প্রেমের অনুভবী হও তো কোনো বিঘ্ন তোমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যদি কেউ তোমাদের নিকট সম্বন্ধে আসে তো অনুভব করবে যে এ হলো আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর এবং অলৌকিক। নিজের পূর্বজ স্মৃতি দ্বারা সকল আত্মাদের পালনা, শান্তির শক্তির দ্বারা করো। তোমাদের কর্তব্য হলো - অশান্তির বায়ুমন্ডলে আত্মাদের শান্তির দান দিয়ে তাদের মধ্যে শান্তির, সহ্যশক্তির সাহস ভরে দেওয়া। এরজন্য নিজের বৃত্তির দ্বারা, মন্সা শক্তির দ্বারা বিশেষ সেবা করো। লাইট হাউস হয়ে সবাইকে শান্তির লাইট (প্রকাশ) দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;